সংবাদ

তারিখ ... 11 JUL. 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা

সামাজিক সমতার জন্য নয়া শিক্ষানীতি হবে একমুখী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সামাজিক সমতার জন্য নতুন শিক্ষানীতি হবে একমুখী। শিক্ষানীতিতে সব মাধ্যমের শিক্ষার জন্য নির্ধারিত পাঠ্য বিষয় থাকবে। গতকাল মঙ্গলবার সিরডাপ মিলনায়তনে সাপ্তাহিক, ন্যাশনাল চিলড্রেনস টাস্কফোর্স (এনসিটিএফ) ও সেভ দি চিলড্রেনস আয়োজিত শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষানীতি বিষয়ক 'নির্ভয় থেকে নির্ভর হোক শিক্ষার পরিবেশ ; শিক্ষানীতি লেখার আগে আমার কথা শুনুন' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে জাতীয় শিক্ষানীতি পুনর্নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এ কথা বলেন।

তিনি জানান, ২-৩ দিনের মধ্যেই শিক্ষানীতির খসড়া তৈরি হবে। নীতিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নৈতিকতা ও দক্ষতা এই ৩টি বিশেষ দিকের প্রতি খেয়াল রাখা হবে। আমাদের দেশে বিভিন্ন মাধ্যমের ১১ রকমের প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। এদের মধ্যে যে শ্রেণী বৈষম্য রয়েছে তা আমাদের দূর করতে হবে। আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ৬০-৭০ শতাংশ খরচ বহন করতে হয় পরিবারের। তাই খরচের কারণে যেন ঝরেপড়া শিশুর সংখ্যা বেড়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রেখে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক ও নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার আওতায় আনা হবে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে সবার পাঠ্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা বিষয়টি বাধ্যতামূলক থাকবে। নতুন এই শিক্ষানীতিতে বিদ্যালয়গুলোয় লাইব্রেরি, খেলার মাঠ, পরিচ্ছন্ন টয়লেট থাকতে হবে। তিনি আরও জানান, এবারের বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৩.৪ শতাংশ, যেখানে গতবার ছিল ১২.৩ শতাংশ।

এনসিটিএফ এ বছরের মে-জুন মাসে দেশের ৬ বিভাগের ২২ জেলায় বিভিন্ন ধরনের শিশুদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে। এনসিটিএফের ২২ জেলার শিশু প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত তাদের সমস্যাগুলোর কথা তুলে ধরেন।

হবে : পৃ: ১১ ক: ৩

হবে : একমুখী

তাদের সমস্যাগুলোর মধ্যে যেগুলো প্রধান সেগুলো হচ্ছে- লেখাপড়া নিয়ে তারা সারাক্ষণ চাপের মধ্যে থাকে, শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট না পড়লে পরীক্ষায় ভাল ফল করা যায় না, মেয়েদের স্কুলের সামনে বখাটেদের উৎপাত, স্কুলে মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌন হয়রানি, শিক্ষকদের অমানুষিক নির্যাতন, শিক্ষকরা ক্লাসে মোবাইল ব্যবহার করে এমনকি ধূমপান করে, অনেক বেসরকারি স্কুলে পরীক্ষা ফি বেশি নেয়ায় অনেকেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না, এ রকম আরও অনেক সমস্যার কথা তুলে ধরে শিক্ষার্থীরা। উপস্থিত ব্যক্তিরা শিশুদের কথা শোনেন ও শিক্ষানীতি কি ধরনের হওয়া দরকার সে ব্যাপারে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, আমাদের শিক্ষানীতি তৈরির সময় খেয়াল রাখতে শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ তৈরি করা। এমন শিক্ষানীতি থাকবে যা শিশুকে পূর্ণাঙ্গ ভাল মানুষ হিসেবে তৈরি করবে। সবচেয়ে বড় কথা আমাদের সামাজিক মানুষ তৈরি করতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার উপযোগী করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।